গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট জোন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের আগস্ট ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সভার তারিখ	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ মিনিট
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

১. উপস্থাপনা:

সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি'র আওতায় এ বিভাগের মোট ২১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে গত অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৫৭০.৬৫ কোটি (প্রকল্প সাহায্য ৪৭৩৪.৬৫ কোটি ও জিওবি ১৫৮৩৬.০০ কোটি) টাকা। গত অর্থবছরে এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৫.৭৮% (জিওবি ৮৯.৬৫% ও প্রকল্প সাহায্য ৭৪.৯৪%) এবং জাতীয় গড় অগ্রগতি ৮০.৪৫%। গত অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় মোট ২৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। জাতীয় গড় হতে এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বেশি থাকায় সচিব মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদ্যমান কভিড পরিস্থিতির মধ্যেও এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার সন্তোষজনক থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণপূর্বক পরিকল্পনা মাফিক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১.২ যুগ্মসচিব (পরিঃ ও কার্যঃ) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি'র আওতায় এ বিভাগের মোট ১৮৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু অনুমোদিত হয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা ২১টি। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২০-২১ মোট বরাদ্দ রয়েছে ২৪৪৯২.৭৬ কোটি (প্রকল্প সাহায্য ৭৩০০.২৪ কোটি ও জিওবি ১৭১৯১.৫২ কোটি) টাকা। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৪.১৬% (জিওবি ৪.২৬% ও প্রকল্প সাহায্য ৩.৯১%)। এডিপি বরাদ্দের ২৮% অর্থ বরাদ্দ স্থগিত বিবেচনায় নিয়ে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৫.১৭% (জিওবি ৫.৯২% ও প্রকল্প সাহায্য ৩.৯১%)। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প সংখ্যা ৪৮টি। তবে, সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ অর্থবছরে মোট ৪১টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

২.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিঃ কনঃ ব্রিগেড) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহ	**১) ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক প্রকল্পঃ** সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে এ অর্থবছরে ৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তবে, প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ জুন ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত ৭০০.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, এ প্রকল্পের পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি এখনো এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে, বরাদ্দ চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, সংশোধিত ডিপিপি'র আলোকে বরাদ্দ চাহিদা চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগকে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাহিদার জন্য পত্র দেয়া সমীচীন হবে। অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজনীয়তা ও দর সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা ও সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং, সওজ অধিদপ্তর ও সেনাবাহিনীর সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করবে।	১.১) প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি সওজ কর্তৃক এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; ১.২) ডিপিপি সংশোধনের পর অতিরিক্ত বরাদ্দ চাহিদা চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে। ১.৩) আলোচনা অনুযায়ী অতিরিক্ত কাজের দর/ব্যয় চুড়ান্ত করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড সওজ অধিদপ্তর, ২৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড ও পরিকল্পনা উইং
	২) রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণঃ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও, প্রকল্পটি নিম্ন অগ্রাধিকারভুক্ত হওয়ায় এখন পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি সংশোধন ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শীঘ্রই পিএসসি সভা আয়োজন করা হবে।	২.১) প্রকল্পটির অর্থছাড়ের জন্য এ বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে অর্থ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে; ২.২) দ্রুত পিএসসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা উইং

	৩) লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণঃ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটি নিম্ন অগ্রাধিকারভুক্ত হওয়ায় কোন অর্থছাড় করা যায়নি। আরও অবহিত করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আগামী মার্চ ২০২১ এ লেবুখালী ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শনের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটির আওতায় নির্মিতব্য সড়কের একাংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	৩.১) প্রকল্পটির অর্থছাড়ের জন্য এ বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে অর্থ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে; ৩.২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক এ প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা উইং
	৪) সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়নঃ সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ায় প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও আইএমইডি কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়নি। যেহেতু গত অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ে চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হয়নি, তাই প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে এ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	৪.১) মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব এ বিভাগের মাধ্যমে পুনরায় আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; ৪.২) মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হবে।	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সওজ অধিদপ্তর ও ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড
	৫) ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পঃ সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অবহিত করা হয় যে, বর্ণিত প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ায় প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে, ইতোমধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পটি এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা উইং, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২.২ ঢাকা সড়ক জোন	সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। ফলে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। আর্থিক অগ্রগতি ০.০০%। সভায় আরও জানানো হয় যে, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে ঢাকা জোনের	১) "যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে ইউটিলিটি শিফটিং-এ অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে ডিপিপি সংশোধনের	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন

	আওতায় এ অর্থবছরে ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। “যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪-লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাকালে জানানো হয় যে, ইউটিলিটি শিফটিং-এ অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা ৩.০০ কোটি টাকা বেশি প্রয়োজন হবে। সারাদেশে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে জড়িত ইউটিলিটি শিফটিং ও অর্থ পরিশোধ বিষয়ে মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাক্ষাতে আলোচনা প্রয়োজন। আলোচনার বিস্তারিত Talking Point সম্বলিত প্রস্তাবনা প্রস্তুতের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলমান প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা নিরসনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে নিয়মিত তদারকি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পে উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের টার্নওভার, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় জনবল যথাযথ রয়েছে কিনা তা কার্যকরভাবে মনিটরিং করে দরপত্র মূল্যায়নের জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোন ঠিকাদার সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গুনগতমান বজায় না রাখলে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব করলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ঢাকা জোনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্প নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে জড়িত ইউটিলিটি শিফটিং ও অর্থ পরিশোধ বিষয়ে মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের আলোচনার নিমিত্ত বিস্তারিত Talking Point সম্বলিত প্রস্তাবনা সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; ৩) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা নিরসনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) নিয়মিত তদারকি করবেন; ৪) উন্নয়ন প্রকল্পে উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের টার্নওভার, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি উপযুক্ত জনবল রয়েছে কিনা এবং সক্ষমতার অধিক কাজ চলমান/প্রক্রিয়াধীন আছে কিনা, চলমান কাজ সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করছে কিনা তা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে; ৫) কোন ঠিকাদার সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গুনগতমান বজায় না রাখলে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব করলে চুক্তির শর্তানুযায়ী বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয় ও সওজ অধিদপ্তরের হেড কোয়ার্টার থেকে অনলাইন মনিটরিং কার্যক্রমের নিমিত্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সফট ওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে একটি সফট ওয়্যার এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে সওজ অধিদপ্তরকে তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে অনুরোধ করা হল। ৬) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ঢাকা জোনের নির্ধারিত ৯টি প্রকল্প সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৭) নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

২.৩ ময়মনসিংহ সড়ক জোন	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ২৯৮.১৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ৫৯.২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৩.৯১%। এ জোনের আওতায় চলতি অর্থবছরে ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা রয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজ বাস্তবায়নে ঠিকাদারের গাফিলতি রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ঠিকাদারকে চুক্তি বাতিলের নোটিশ দেয়া হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সওজ অধিদপ্তরের শিথিলতা কাম্য নয় মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরে সওজ অধিদপ্তরের অধীন সড়কসমূহের মধ্যে কোনগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং কোনগুলো পিএমপি'র আওতায় উন্নয়ন করা হবে তার মাস্টারপ্ল্যান থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, সভাকে জানান যে, ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কাজের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ঠিকাদারের উপর এলডি (লিকিউডিটি ড্যামেজ) আরোপের সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা করা হয় না। মনিটরিং সার্কেল কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা ও প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ময়মনসিংহ জোনের নির্ধারিত ৫টি প্রকল্প সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ৩) চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার প্রকল্প বাস্তবায়নে গাফিলতি করলে শিথিলতা পরিহার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪) আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরে সওজ অধিদপ্তরের অধীন সড়কসমূহের মধ্যে কোনগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং কোনগুলো পিএমপি'র আওতায় উন্নয়ন করা হবে তার বছরভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিটি সড়কের বিস্তারিত তথ্যসহ ডাটা ভান্ডার প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে এ তথ্য ব্যবহার করতে হবে। ৫) সওজ অধিদপ্তরের মনিটরিং সার্কেল থেকে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

২.৪ সিলেট সড়ক জোন	সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ১১৫.৭১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৭.২৮ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ০.৩৯%। চলতি অর্থবছরে এ জোনের আওতায় ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট জোন জানান যে, ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সংশোধিত প্রশাসনিক আদেশ প্রয়োজন। এ বিষয়ে পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া জরুরী ভিত্তিতে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্যও বলা হয়। স্থানীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প ছাড়া নতুন কোন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খুব বেশি আবশ্যিক না হলে প্রকল্প সংশোধন পরিহার করা সমীচীন হবে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিঃ ও কার্যঃ) বলেন যে, প্রকল্প গ্রহণে ডিজাইন ও প্রাক্কলন দায়িত্বশীল প্রকৌশলীগণ কর্তৃক চূড়ান্ত করা গেলে অহেতুক সংশোধন পরিহার করা সম্ভব হবে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নতুন সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের পরিবর্তে বিদ্যমান সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে অধিকতর যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।	১) চলতি অর্থবছরে এ জোনের আওতায় নির্ধারিত ১টি প্রকল্প সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করতে হবে এবং সংশোধিত ডিপিপি জুরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩) স্থানীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নতুন প্রকল্প গ্রহণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; ৪) খুব বেশি আবশ্যিক না হলে প্রকল্প সংশোধন পরিহার করতে হবে; ৫) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সড়কের ডিজাইন ও প্রাক্কলন দায়িত্বশীল প্রকৌশলীগণ কর্তৃক চূড়ান্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোন গাফিলতি পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বিদ্যমান সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে অধিকতর যত্নশীল হতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট জোন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

২.৫ খুলনা সড়ক জোন	সভায় জানানো হয় যে, খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ২১৭.৫৬ কোটি টাকা ছাড় করে ৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতির হার ৫.৭৫%। চলতি অর্থবছরে এ জোনের আওতায় ৪টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা জোন জানান যে, এ বছরের বন্যায় খুলনা জোনের আওতায় বিভিন্ন জেলা সড়কে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং কিছু সড়ক Wash out হয়েছে। এ পর্যায়ে জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। এ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভায় বিদ্যমান সমস্যা পর্যালোচনাকরতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয় সেতু নির্মাণ প্রকল্পে অগ্রগতি তথা প্রকল্পটি এ অর্থবছরে সমাপ্ত না করার কারণ পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা প্রদ্দান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা-যশোর মহাসড়ক উন্নয়নে আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে এ প্রকল্পের প্রি-ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, এ সড়কের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কি'না সে বিষয়টি সওজ অধিদপ্তর বিবেচনা করতে পারে। জোনওয়ারী প্রতিটি সড়কের নির্মানকাল, রক্ষনাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয় একীভূত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সড়কের বিদ্যমান মাস্টারপ্ল্যান যুগোপযোগী করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। চুনকুড়ি সেতু নির্মাণের জন্য অর্থের সংস্থানসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	১) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে খুলনা জোনের নির্ধারিত ৪টি প্রকল্প সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) জেলা সড়ক উন্নয়ন (খুলনা জোন) প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩) নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয় সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়টি সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ এ বিভাগ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে; ৪) খুলনা-যশোর মহাসড়ক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রি-ডিপিপি আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ ডিপিপি ১ মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ৫) জোনওয়ারী প্রতিটি সড়কের নির্মানকাল, রক্ষনাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয় একীভূত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা আগামী ১৫/১০/২০২০ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; ৬) সড়কের বিদ্যমান মাস্টারপ্ল্যান যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ৭) চুনকুড়ি সেতু নির্মাণের জন্য অর্থের সংস্থানসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা জোন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

২.৬ বরিশাল সড়ক জোন	বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ২৫.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ২৫.০০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ২.৯৩%। চলতি অর্থবছরে এ জোনের আওতায় ২টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জোন সভাকে অবহিত করেন যে, বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ করায় এ জাতীয় জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি'তে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সংযোজন করা সমীচীন হবে। সার্ভেয়ারগণ যাতে সঠিকভাবে সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেন তা উর্দ্ধতন প্রকৌশলীগণ কর্তৃক মনিটরিং করা আবশ্যক। রাজাপুর- কাঁঠালিয়া- আমুয়া- বামনা- পাথরঘাটা মহাসড়ক শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি ধীর গতি হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পটির ওপর পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের পরামর্শ দেয়া হয়। বরিশালে রাঙ্গামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্পে সৃষ্ট নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে বরিশাল জোনের নির্ধারিত ২টি প্রকল্প সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি'তে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সংযোজন করতে হবে; ৩) সার্ভেয়ারগণ যাতে সঠিকভাবে সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেন তা উর্দ্ধতন প্রকৌশলীগণ কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে; ৪) রাজাপুর- কাঁঠালিয়া- আমুয়া- বামনা- পাথরঘাটা মহাসড়ক প্রকল্পের ওপর পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করতে হবে; ৫) বরিশালে রাঙ্গামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্পে সৃষ্ট নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জোন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

২.৭ বিবিধ	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জোন ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়; উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগের কার্যক্রম ও এডিপি শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়; কখনো দেখা যায় যে, টেন্ডারের কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী। এ ধরণের বিষয় পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়; সকল সড়ক ও মহাসড়কে সাইন সিগন্যালের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়; পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন ব্যতিরেকে কোন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়; প্রকল্প অফিস প্রকল্প এলাকায় স্থাপন ও প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জোন ভিত্তিক পর্যালোচনা সভার নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে; ২) চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগের কার্যক্রম ও এডিপি শাখায় প্রেরণ করতে হবে; ৩) টেন্ডারের কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী হবে না; ৪) সকল সড়ক ও মহাসড়কে সাইন সিগন্যালের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে; ৫) পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন ব্যতিরেকে কোন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না; ৬) প্রকল্প অফিস প্রকল্প এলাকায় স্থাপন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর বিষয়টি তদারকি করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সকল ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

৩. আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০২৫.২০.

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪২৭
০৫ অক্টোবর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৭) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)

৮) মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১০) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১১) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৩) যুগ্ম সচিব, বিআরটিসি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৫) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৭) চীফ এ্যাকাউন্স এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১৮) উপসচিব, জিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৯) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২০) উপসচিব, ডিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২১) উপসচিব, রক্ষনাবেক্ষণ শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২২) উপসচিব, সওজ জিওবি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরনীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

২৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

২৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ
সিনিয়র সহকারী সচিব